যুগান্তর

…R. 1 2 2002

তারিখ …
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬…

# ঢাবি কম্পিউটার এসোসিয়েশনে তালা : ক্যাম্পাসে তোলপাড়

বিদ্যালয় রিপোর্টার

গাবি কর্তৃপক্ষ ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার এসোসিয়েশন (ডুকা) বন্ধ করে দিয়েছে। গত আড়াই বছরে প্রতিষ্ঠানটি .বধ অনুমতি ছাড়া কম্পিউটার প্রশিক্ষণের নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ সময় প্রতারণার শিকার হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৮ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী। অনিয়মের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় প্রক্টর নজরুল ইসলাম মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সায়েন্স ক্যাফেটেরিয়ার দোতলায় অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় সিল কর দেন। একইসঙ্গে ফ্রিজ করা হয়েছে তাদের ব্যাংক একাউন্ট। এছাড়া প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক জেডএন তাহমিদাকে প্রধান করে গঠিত কমিটির তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ একাধিক প্রশিক্ষকের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে এ কমিটি গঠিত হয়। ঢাকা ইউনিভার্সিটি কম্পিউটার এসোসিয়েশন সংক্ষেপে 'ডুকা' (DUCA) বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্যাম্পাসে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। শেষ ব্যাচে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীসহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা পড়েছে বিপাকে। সর্বশেষ নবম ব্যাচে ভর্তি হওয়া ছয় শতাধিক শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ পাবে কিনা কিংবা তাদের জমাকৃত প্রায় ২০ লাখ টাকা ফেরত পাবে কিনা তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আর যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিল তাদের প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ভবিষ্যতে কাজে আসবে কিনা তা নিয়েও তারা উদ্বিগ্ন। যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লোগো ও

## ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ
## ৮ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী প্রতারিত

বিজ্ঞান অনুষদের ডিন স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট তারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক ও কর্মকর্তার যোগসাজশে কর্তৃপক্ষের বৈধ অনুমতি ছাড়াই এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে আসছে বলে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন উদ্যমী তরুণ ১৯৯৮ সালে সম্পূর্ণ অব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি সুডেন্টস কম্পিউটার এসোসিয়েশন সংক্ষেপে DUSCA প্রতিষ্ঠা করে। লক্ষ্য ছিল নিজেরা কম্পিউটার শিখবে এবং হলের ছাত্রছাত্রীদের বিনা পয়সায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেবে। মেয়র হানিফ এবং তৎকালীন উপাচার্য একে আজাদ চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করে ৪টি করে মোট ৮টি অনুদানের কম্পিউটার নিয়ে এর যাত্রা শুরু। অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের মধ্যে সংগঠনটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়। ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারীও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। শীর্ষ দুই কর্তাব্যক্তি সংগঠনের নাম থেকে স্টুডেন্টস শব্দটি বাদ দিয়ে ডুকা (DUCA) করেন। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদ পরিবর্তন করে পরিচালক ও সহকারী পরিচালক করা হয়। শীর্ষ দুটি পদে সভাপতি খায়রুজ্জামান চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল আচার্য এভাবেই নিজেদের স্থায়ী করেন। এর পর যারাই তাদের কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করেছে তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয় কম্পিউটার : পৃষ্ঠা : ১৩ ক : ৩

## কম্পিউটার : ক্যাম্পাসে তোলপাড়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আর্থিক দুর্নীতি চেপে রাখতে খায়রুজ্জামান তার স্ত্রী ফারজানা সুলতানা নিপাকে প্রশাসনকি কর্মকর্তা এবং উজ্জ্বল তার ছোট ভাই প্রাণতোষ আচার্যকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ দেন। খায়রুজ্জামান ও উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি মাসে ২৮ হাজার টাকা করে বেতন পান এবং দুই আত্মীয়কে ৯ হাজার করে বেতন দেন। ...রুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তারা ...রবার গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন এনেছেন। ...াবেক ল্যাব ইনচার্জ আনোয়ার উদ্দিনকে একবার হর্মা... ...ন করা হয়। তিনি রমনা থানায় একটি ... ...করেছিলেন। এছাড়া প্রতিষ্ঠাতা সদস্যসহ ...জিম শিবলী, সবুর সুজন ও আরও অনেককে প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। পরিচালক খায়রুজ্জামান এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'সাময়িক অনুমতি নিয়ে প্রতিষ্ঠান চলছিল। স্থায়ী করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন ছিল। কোন আর্থিক অনিয়ম হয়নি। সব হিসাবেই আছে। সিল করে দেয়ায় কাগজপত্র সব অফিসে আটকে আছে।' বর্তমানে শতাধিক কম্পিউটারের মাধ্যমে মোট ৯টি কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল। কোর্সগুলো হচ্ছে, কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল, হার্ডওয়ার, নেটওয়ার্কিং, সি প্লাস প্লাস, মাল্টি মিডিয়া, ওয়েব পেজ ডিজাইন, জাভা, ওরাকল এবং ভিজুয়াল বেসিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রথম দুটি কোর্সের ফি দেড় হাজার, তৃতীয় ও চতুর্থ কোর্সে দুই হাজার এবং বাকি কোর্সগুলোয় তিন হাজার এবং বাইরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আড়াই হাজার, তিন হাজার ও ছয় হাজার করে ফি নেয়া হতো। প্রতিটি কোর্সে শতকরা ২০ ভাগ বাইরের ছাত্রছাত্রী ভর্তির কথা থাকলেও শতকরা ৮০ ভাগ বাইরের ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হতো। এ পর্যন্ত শেষ হওয়া মোট আটটি কোর্সের প্রতিটিতে গড়ে সাড়ে সাতশ' করে প্রায় ৬ হাজার শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ নিয়েছে। প্রতিটি ছাত্রের কাছ থেকে গড়ে ২ হাজার করে কোর্স ফি নিলেও প্রতিটি ব্যাচে আয় হয়েছে ১৫ লাখ টাকা। আর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থান ও বিদ্যুৎ সুবিধা নিয়ে প্রশিক্ষকদের বেতন এবং কোর্স মেনটেইনেন্সসহ সর্বোচ্চ খরচ হয় ৭ লাখ টাকা। সর্বমোট ৮টি ব্যাচ পরিচালনা থেকে মোট ৬৪ লাখ টাকা আয় হয়েছে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সংগঠনের এক কর্মকর্তা জানান। অনুদানের বাইরে সাইরিক্স প্রসেসর এবং টিএক্সপ্রো মাদার বোর্ড সংবলিত কম্পিউটার ক্রয়ে সর্বোচ্চ ১৫ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। কোন দরপত্র আহ্বান ছাড়াই কম্পিউটারগুলো ক্রয় করা হয়। সে হিসাবে প্রতিষ্ঠানের ফান্ডে প্রায় ৪০ লাখ টাকা জমা থাকার কথা। কিন্তু সপ্তম ব্যাচ শেষে প্রতিষ্ঠানের ৮ লাখ টাকা ঘাটতি রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে ডুকার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পরিচিত ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি বাহাদুর বেপারী জানান, 'অনুমোদন ছিলো বলেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে। এখন কোন অনিয়ম হয়ে থাকলে বা সমস্যার সৃষ্টি হলে তা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যেত। প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া বন্ধ করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না।'

এই প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের তৎকালীন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মেসবাহ উদ্দিন আহমেদের স্বাক্ষর সংবলিত সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রতি নতুন ডিন হিসাবে অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার দায়িত্ব গ্রহণের পর কোন সার্টিফিকেট দেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান না হলেও সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যাপারে অধ্যাপক মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ জানান, একাডেমিক ও সিন্ডিকেটের অনুমোদন না থাকলেও প্রশাসনের সাময়িক অনুমতি ছিল। হিসাবে কোন ঘাপলা নেই। কার্যালয়টি বন্ধ করে দেয়ার উদ্যোগ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকার স্বীকৃত নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। অনিয়ম থাকলে দূর করার উদ্যোগ নেয়া উচিত। একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা কঠিন, বন্ধ করা খুব সহজ। এ ব্যাপারে রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ সেলিমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার কোন অনুমতি নেই। লিখিত অনুমতি ছাড়া কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়। এদিকে প্রতিষ্ঠানটি আবার চালু করতে এর কর্তাব্যক্তিরা বিভিন্নভাবে তদবির করছেন বলে জানা গেছে।